সংবাদ

25 MAY 2003
পৃষ্ঠা ... ১ ... কলাম ... ৫

স্কুল শিক্ষিকার বাসা থেকে ৪ শিশু উদ্ধার

❑ অপহরণ ও পাচারের সঙ্গে জড়িত থাকার অভিযোগে শিক্ষিকা গ্রেফতার

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক ঃ শনিবার সকালে পুলিশ নগরীর শান্তিনগর এলাকার একটি বাসা থেকে ৪ শিশুকে উদ্ধার করেছে। শিশু অপহরণ ও পাচার করার অভিযোগে পুলিশ মর্জিনা বেগম নামে শিক্ষিকাকে গ্রেফতার করেছে। তার বাসা তল্লাশি করে নগদ ৯৫ হাজার টাকা, নগ্ন ছবির ভিসিডিসহ আপত্তিকর জিনিসপত্রও উদ্ধার করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত মর্জিনা নিজেকে মতিঝিল মডেল স্কুলের শিক্ষিকা বলে দাবি করে এবং শিশু অপহরণ কিংবা পাচারের কথা অস্বীকার করে। পুলিশ ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে নারী ও শিশু নির্যাতন দমন আইনের ৭ ধারায় মামলা (নং-৬৫) দায়ের করেছে। উদ্ধারকৃত শিশুরা হলো সুমা (৭), ছবি (৮), মাদার তেরেসা (৬) ও নাসিমা (৭)। শিক্ষিকা ঃ পৃঃ ২ কঃ ৩

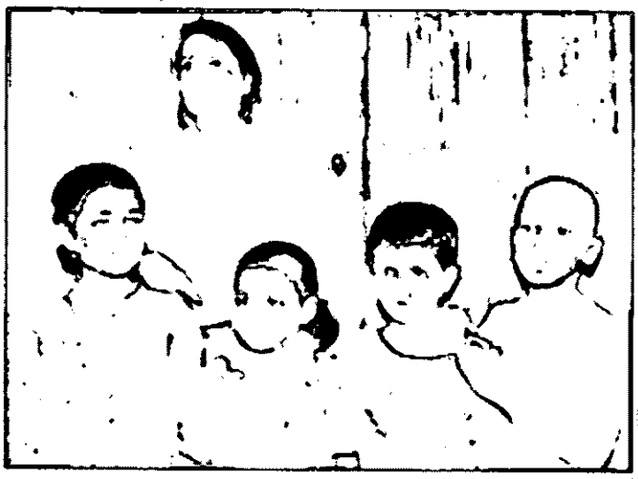

শান্তিনগরের একটি বাসা থেকে উদ্ধারকৃত ৪ শিশু ও অপহরণকারিণী স্কুল শিক্ষিকা মর্জিনা বেগম —সংবাদ

শিক্ষিকা ঃ গ্রেফতার

(১ম পৃষ্ঠার পর)

পুলিশ জানায়, সকাল ৯টায় গোপন তথ্যের ভিত্তিতে পুলিশ ১০৭ নম্বর শান্তি নগরের বাড়ির ৫ম তলায় মতিঝিল মডেল হাইস্কুলের সিনিয়র শিক্ষিকা মর্জিনা বেগম ওরফে হীরামনের বাসায় অভিযান চালায় এবং ওই শিশুদের উদ্ধার করে।

শিক্ষিকা মর্জিনা ২/৩ দিন আগে এজিবি কলোনি কাঁচাবাজার এলাকা থেকে রিকশাচালক আবদুল হাইয়ের মেয়ে সুমাসহ ২ জনকে লিচু খাওয়ানোর প্রলোভন দেখিয়ে অজ্ঞাত স্থানে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে মতিঝিল থানায় একটি জিডি করা হয়। ফুসলিয়ে নেয়া ২ শিশুর মধ্যে ১ দিন পর এক শিশুকে ছেড়ে দেয়া হয়। গতকাল সকালে ছেড়ে দেয়া এক শিশু ওই শিক্ষিকাকে শনাক্ত করে। পরে পুলিশ তাকে আটক করে তার বাসায় তল্লাশি চালায়।

উদ্ধারকৃত শিশুদের মধ্যে ১টি শিশুকে মর্জিনা দীর্ঘদিন ধরে বাসায় লালন পালন করত। অন্যদের বাসার মধ্যে একটি রুমে আটকে রাখা হতো। উদ্ধারকৃত শিশু নাসিমা ও সুমা জানায়, তাদের বাসায় আটকে রাখা হতো। হালকা খাবার দিত। কান্নাকাটি করলে ধমক বা হুমকি দিত ও মারধর করত।

শিশু সুমা জানায়, ওই শিক্ষিকা তাকে জোর করে ধরে নিয়ে গেছে। বাসায় টিভি দেখতে চাইলে চড়-থাপ্পড় ও লাথি মারত।

এ ব্যাপারে শিক্ষিকা মর্জিনা বেগমের সঙ্গে থানায় কথা বললে সে জানায়, তার বিয়ে হয়েছে। এখন স্বামী নেই। কোন সন্তানও নেই। শিশুপালন তার শখ। তার বাসায় এলাকার অনেক শিশু যায় ও খেলাধুলা করে। শিশু অপহরণ কিংবা পাচারের ঘটনা সঠিক নয়। তবে কেন রাস্তা থেকে শিশু সুমাকে নেয়া হয়েছে জিজ্ঞাসা করলে, সে কোন সঠিক জবাব দিতে পারেনি। তার দাবি, সে ১৫ বছর ধরে মডেল স্কুলের সমাজ বিজ্ঞানের শিক্ষিকা হিসেবে কর্মরত।

মতিঝিল থানার ওসি মহিউদ্দিন গতকাল দুপুরে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন।